আজ প্রোডাকসন্সের নিবেদন

যোগ-বিয়োগ

আশাপূর্ণা দেবী

নর্ম্মদা চিত্র রিলিজ

গল্পের একটুখানি

কাহিনী
আশাপূর্ণা দেবী

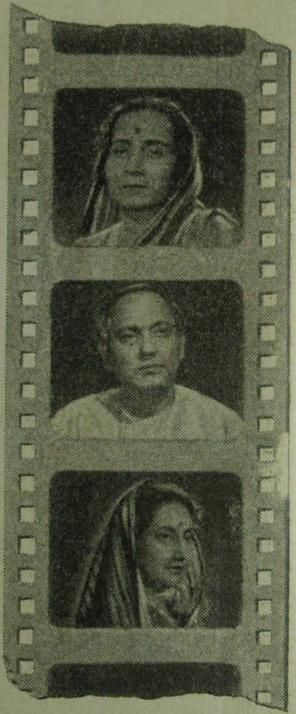

রায়বাহাদুর যামিনীমোহনের সংসারে দূর সম্পর্কের ভাগ্নে গোবিন্দ একটা মূর্তিমান অপব্যয় ছাড়া আর কী! লেখাপড়া শেখেনি—চাকরীর যোগ্যতা নেই, মেজাজও নেই। পাড়ার জিমন্যাসটিক ক্লাবে ডন-বৈঠক করে—এক টন রোলার বুকে নেয়, পাড়ার কারু অসুখ-বিসুখ করলে নার্স করতে ছোটে—দুর্যোগের রাতে বেরোয় মড়া পোড়াতে।

এরই মধ্যে আবার মামীমা সন্তোষিনী সখ করে বিয়ে দিয়েছেন তার। তাঁরই সইয়ের মেয়ে গৌরীকে ঘরে এনে কবেকার কোন্ প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন তিনি।

ছিল একটা আপদ—মা আবার আর একটাকে জুটিয়েছেন। গজ গজ করে যামিনীমোহনের তিন ছেলে সুবিমল, পরিমল, নির্মল। তাদের চাইতেও বেশি করে গা জ্বালা করে দুটি পুত্রবধূর। ভারী স্পষ্টভাষী এই অকেজো অপদার্থ গোবিন্দটা। সংসারে কোথাও অন্যায় দেখলে যা মুখে আসে তাই শুনিয়ে দেয়—কাউকে পরোয়া করেনা সে।

বাবার প্রশ্রয়—মায়ের স্নেহ। ছেলে আর বউয়েরা অসহ্য অপমানে জ্বলতে থাকে। তাদের নিরুপায় ইন্ধন যোগায় সংসারে আশ্রিতা যামিনীমোহনের বিধবা মেয়ে মুরলা। নির্বোধ নিবিকার পরমহংস গোবিন্দ থালা ভতি ভাত খেয়ে উধাও হয় ক্লাবের দিকে, কিন্তু চারিদিকের বাক্যবাণে জর্জরিত হয়ে শুধু নিরুপায় চোখের জল ফেলে গোবিন্দের স্ত্রী গৌরী।

কিন্তু রায়বাহাদুরের সংসারে ফাটল ধরেছে আজ। নড়ে উঠেছে এতদিনের ঐশ্বর্য আর স্বচ্ছলতার ভিত। যামিনীমোহন আজ পেনশন নিয়েছেন—এতদিনের অপব্যয়ের দরাজ হাত এবার গুটিয়ে নিতে হয়েছে তাঁকে।

বিদ্রোহ ওঠে সারা বাড়িতে।

ছেলেরা বাপকে ধিক্কার দেয় কৃপণ বলে। দৌহিত্র সুব্রত অভিযোগ করে মাত্র বাইশ টাকা চাঁদা দিতে পারেন না দাদু—ভদ্র সমাজে মুখ দেখানো যাবে না আর। ছেলের বউয়েরা বলে, সব দিকে যদি এমন করে উনি খরচ কমাতে চান—তা হলে এখানে আর পোষাবে না আমাদের।

নিরুপায় ক্রোধে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে যামিনীমোহনের। সারা জীবনের সমস্ত ভুলের যেন প্রায়শ্চিত্ত করতে চান তিনি: যাদের পোষাবে না, এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাক তারা।

অপমানিত পুত্রবধূদের আগুনে পড়ে ঘৃতাহুতি। ছেলেদের ক্রোধের সীমা থাকে না। এমন কি সন্তোষিনী পর্য্যন্ত এগিয়ে এসে ধিক্কার দেন স্বামীকে: দিনের পর দিন হল কি তোমার? সংসারের সব কিছুতেই কি নজর না দিলেই নয়? নিজের ঘরে বসে সিগারেট টানছিলে, তাই টানো গে যাও।

অসহায় রায়বাহাদুরের আহত অন্তরের ব্যথা বোঝে কলেজে পড়া ছোট মেয়ে গীতা আর বোঝে নির্বোধ গোবিন্দ: এ সংসারের হিসাবের খাতায় যে একান্তই বাজে খরচ।

তিক্ততা বাড়তে থাকে দিনের পর দিন—আরও ঘন হয়ে নামে অশান্তির কালো ছায়া।

সকলের সঞ্চিত ক্রোধ ভেঙে পড়ে গোবিন্দরই ওপর। বাড়ি থেকে ওই আপদটাকে বিদায় না করতে পারলে কারো চোখে আর ঘুম আসবে না।

কিন্তু কে সরাবে গোবিন্দকে? নির্বিকার সদানন্দ পুরুষ। কারো কথা তার গায়ে লাগে না। মামার প্রশ্রয়—মামীর স্নেহ। ভাইপোদের সঙ্গে—বাড়ির পোষা কুকুর রেক্সের সঙ্গে তার ছেলে মানুষী সখ্য। সে জানে এ-বাড়িতে তার কায়েমি অধিকার।

শুধু গৌরীর চোখের জল আর শুকোয়না। চারিদিকের আঘাতে অপমানে মুখের অন্ন বিস্বাদ হয়ে যায় তার।

কিন্তু আর সহ্য হয়না! একটা গয়না চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে নেমে আসে কুৎসিত সন্দেহ—মর্মান্তিক অপমানে জর্জরিত হয় গৌরী। ক্ষুব্ধ-বিব্রত যামিনীমোহন এসে পৌঁছোন ধৈর্যের শেষ সীমান্তে। যে সন্তোষিনী এতদিন মায়ের স্নেহে রক্ষা করে এসেছেন গোবিন্দকে—তাঁরই আদেশ আসে: বেরিয়ে যা গেবিন্দ, বেরিয়ে যা! আমার দিব্যি রইল, আর কোনদিন তুই এ বাড়ির চৌকাট পেরোবিনে!

মর্মান্তিক অভিমানে রায়বাড়ি থেকে গৌরীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে গোবিন্দ। চোখের জলে সব ঝাপ্‌সা হয়ে আসে। জীবনে আজ সে প্রথম বুঝতে পারে—যাকে সে শক্ত ডাঙা ভেবে নিশ্চিন্তে আঁকড়ে ছিল—তা চোরাবালি!

সংসার থেকে বিদায় হয়ে যায় বাজে খরচ। বহুদূরের এক বস্তিতে লোহার কারখানার মিস্ত্রি হয়ে নতুন জীবনের পত্তন করে গোবিন্দ!

কিন্তু মন ত মানে না।

একদিন বিনিদ্র রাত্রিতে হঠাৎ গৌরীর ঘুম ভাঙায় সে। আচমকা প্রশ্ন করে: আচ্ছা রায়বাড়ির পাঁচিলটা কত উঁচু?

গৌরীর বিস্ময়ের সীমা থাকে না: সে আবার কী?

—বারে! মামী তো চৌকাট পেরুতে নিষেধ করেছে—কিন্তু পাঁচিলে তো তার বারণ নেই!

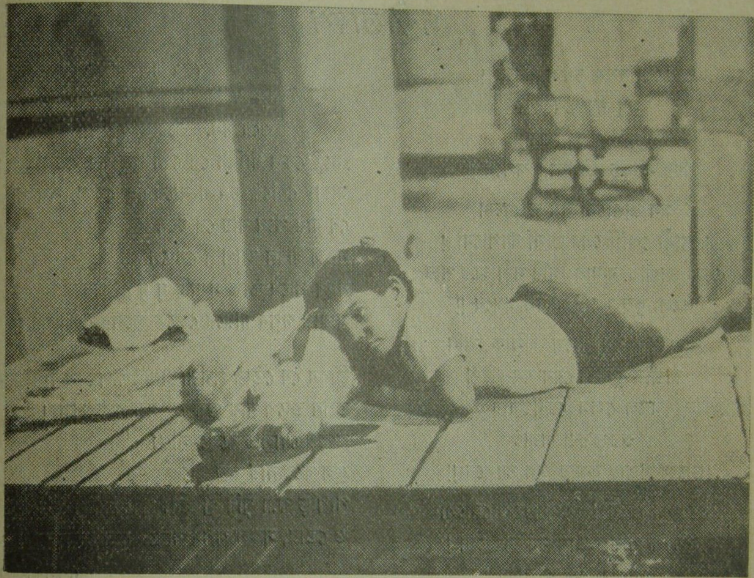

—না না!—গৌরী আঁতকে ওঠে: ওরা তোমায় পুলিসে দেবে!

পুলিস! তা বটে! বুক ভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গোবিন্দ নীরব হয়ে যায়।

কিন্তু বাজে খরচের কোথাও কি শেষ আছে? সংসারের হিসাবের খাতায় যোগ-বিয়োগের পালা চলে অবিরাম, তাই একদিন রায়বাহাদুরও খরচের অঙ্কের মতোই মৃত্যুর মহাশূন্যতায় মিলিয়ে যান। আসে সন্তোষিনীর হিসাব-নিকাশের পালা। রায়বাড়ির গিন্নীর যায়গা হয়—একতলার অন্ধকার ঘরে, ছোট মেয়ে গীতার চাকরীর টাকায় শুরু হয় তাঁর অন্ন সংস্থান।

লজ্জা অপমান ক্ষোভ। মৃত্যুর জন্যে প্রহর গুণতে থাকেন সন্তোষিনী। যোগ-বিয়োগের হিসাবে তিনিও যে আজ বাজে-খরচ।

আজ একমাত্র তাঁকে বাঁচাতে পারে—তাঁকে ফেরাতে পারে গোবিন্দ। কিন্তু রায়বাড়ির চৌকাট ডিঙানোর অধিকার থেকেও সে বঞ্চিত। কোন্ পথে—কেমন করে আবার সে পা দেবে এই বাড়িতে—বয়ে আনবে মৃত-সঞ্জীবনী?

সঙ্গীতাংশ

এলো বসন্ত চঞ্চল পবনে !
মধু ফাল্গুনে হায়
ফুল গন্ধ বিলায়
চির নন্দিত মিলনের স্বপনে !!

মন রাঙানো ঘুম ভাঙানো
ফাল্গুনী কোকিলের ডানা কাঁপানো !
এলো রাজার কুমার গিরি নদী হয়ে পার
এলো কুহু মুখরিত নীল গগনে !!

ঝুমা ঝুম্ ঝুম্ বাজে রিনিকি ঝিনি
রাজার কুমারী যেন বন-হরিণী
চলে প্রেম জ্যোছনায়
সুর ঝরণা ধারায়
ডাকে রাজার কুমার ফুল কাননে !!

তার হৃদয় পরাণ বুঝি উতল হোলো
বিদেশী পথিক তার মন রাঙালো !
বুঝি ফাগুন হাওয়ায়
বুকে আগুন ধরায়
চলে দুরু দুরু অভিসার লগনে !!

(২)

ওরে মন, ওরে অবুঝ মন
মিছে কেন বাঁধিস রে তোর ভুলের খেলাঘর !
মায়ার ঘোরে চিনলি নারে কে যে আপন পর !
যে যার পথে যায় রে চলে
সকল বাঁধন আপনি খোলে
সমুখ পানে আকাস যদি ধু ধু তেপান্তর
মায়ার স্বপন যায়রে ভেঙে ভুলের খেলাঘর !!

জীবন যে তোর পদ্মপাতায় শিশির কণার মত
তপন তাপে যায় শুকায়ে স্বপ্ন কত শত !
ঝড়ের দোলায় বনের সাথে
ফুল ঝরে যায় বজ্র হাঁকে
পাপড়ি ঝরা ঘূর্ণি হাওয়ায় কাঁদে বালুচর ঃ
ও তোর, সকল স্বপন যায়রে ভেঙে ভুলের
খেলাঘর !!

—বিমল ঘোষ

আজ
প্রোডাকসনের
নিবেদন

★

একমাত্র পরিবেশক ঃ
নর্মদা চিত্র

★

যাঁদের দেখতে পাবেন

ছবি বিশ্বাস, জীবেন বসু, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য্য, বিপিন মুখোপাধ্যায়, অনীল চট্টোপাধ্যায়, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, বাণী বাবু, কল্যানকুমার, শ্যামলকুমার, ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকুল্লবাবু, শৈলেন. হাবুল, রহমন আলি, খগেন, রতন, পাঁচু, হরিপদ বাবু, শ্রীমান্ বাবুয়া, শ্রীমান পল্টু, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, রেণুকা রায়, রেবা দেবী, স্বাগতা চক্রবর্তী, রিক্তা, গৌরী, শান্তা, রত্ন, সুপ্রিয়া, ছন্দা দেবী, মালা সিন্‌হা।

যাঁরা তৈরী করেছেন

পরিচালনা
পিনাকী মুখার্জি

ব্যবস্থাপনা
অর্ধেন্দু মুখার্জি

শব্দানুলেখন—গৌর দাস ; চিত্র-শিল্পী—সন্তোষ গুহরায় ; শিল্প নির্দেশনা—বটু সেন ; সংগীত পরিচালনা—রাজেন সরকার ; সম্পাদনা—"মধুকর", গীতিকার—কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ ; সংগীতঅনুসৃতি—ন্যাশনাল অর্কেষ্ট্রা ; কর্মসচিব—বিশ্বনাথ নায়ক ; ব্যবস্থাপনা—ভবানী ঘোষ ও বৃন্দাবন দাস ; রূপ সজ্জা—দুর্গা চট্টোপাধ্যায় ; স্থির চিত্র গ্রহণ—মুকুল মুখোপাধ্যায় ও স্টুডিও ক্লিক ; রসায়নাগার—ফিল্ম সার্ভিস ও ইন্দ্রপুরী সিনে ল্যাবরেটারী।

সহকারীবৃন্দ—পরিচালনা - গিরীন্দ্র সিংহ, অনিল চট্টোপাধ্যায় ; শব্দানুলেখন—সিদ্ধিনাগ, হিমাংশু অধিকারী ; চিত্র-শিল্পী—জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন লেঙ্কা ; শিল্প নির্দেশনা—সূর্য চট্টোপাধ্যায় ; সংগীত—বিনয় মুখোপাধ্যায় ; ব্যবস্থাপনা—পাঁচু মণ্ডল, তিনু, রতন ঃ তড়িৎ নিয়ন্ত্রণ—হেমন্ত কুমার দাস, মণ্টু, অনীল, মনোরঞ্জন ; মাউথ অর্গ্যান—প্রফুল্ল চক্রবর্তী ; স্পেশাল এফেক্ট—অজিত চ্যাটার্জি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ষোড়শী গাংগুলি, সুহাস সেন, স্বত্বাধিকারী—ক্লাইড ফ্যান কোং, রেখা দেবী।

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে আর-সি-এ শব্দ-যন্ত্রে গৃহীত।

একমাত্র পরিবেশক—**নর্মদা চিত্র**—৩২এ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩।

আজ প্রোডাকসনের

শারদীয়া নিবেদন

বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের

সঙ্গীতবহুল

ঢুলী

পরিচালনা—পিনাকী মুখার্জ্জি

চিত্রনাট্য—অর্ধেন্দু মুখার্জ্জি

সঙ্গীত—রাজেন সরকার

★

প্রস্তুতির পথে

একখানি ভক্তিমূলক সঙ্গীত-মুখর চিত্র

?

আরেকখানি হাসির ছবি

জোড়া ঘুঘু

★

পরিবেশক

নর্মদা চিত্র

৩২এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

নর্মদা চিত্র ৩২এ, ধর্মতলা স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া ৩১, মোহন বাগান লেন, কলি-৪ হইতে মুদ্রিত।